সংবাদ বিবৃতি

০৫ আগস্ট ২০১৫

আবারো নির্মম শিশু হত্যাকাণ্ড: চাইল্ড রাইটস এ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন ইন বাংলাদেশ[১]-এর তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগ

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ এবং উপস্থিত সুধীমন্ডলী,

রাজনের নির্মম হত্যাকাণ্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই আবারো শিশু হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটলো। গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, গত ৩ আগস্ট ২০১৫ রাতে খুলনার টুটপাড়া এলাকায় রাকিব নামে একটি ১২ বছরের শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আরো জানা যায়, একটি মোটর গ্যারেজে তার মলদ্বারে পাইপের মাধ্যমে হাওয়া ঢুকিয়ে ঐ শিশুটিকে হত্যা করা হয়। কেবলমাত্র গ্যারেজে কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য গ্যারেজে কাজ নেয়ায় গ্যারেজ মালিক ও তার আরেক কর্মচারী এমন নির্মমভাবে শিশুটিকে হত্যা করেছে। জানা গেছে স্থানীয় জনগণ পরবর্তীতে জড়িতদের পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে।

শিশুরা জাতির ভবিষ্যত বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। কিন্তু শিশুর বর্তমান যদি আমরা নিরাপদ রাখতে না পারি তবে এ বক্তব্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। এসব শিশুরা আমাদের দেশে কি বৈরি আর নির্মম পরিবেশে বেড়ে উঠছে সে চিত্রটাই যেন গত বেশ কিছুদিন ধরে গণমাধ্যমে প্রকাশিত শিশু নির্যাতন ও হত্যাকান্ডের নানা মর্মান্তিক ঘটনার মাধ্যমে উঠে আসছে। আমরা জানি রাজনের ঘটনা এখনো আমাদের সবাইকে তাড়িত করে বেড়াচ্ছে। তার পাশাপাশি প্রতিনিয়ত শিশু ধর্ষণ, গণ ধর্ষণ এবং ধর্ষণ পরবর্তী হত্যার ঘটনা যেভাবে ঘটে চলছে তাতে শিশু সুরক্ষায় আমাদের আরো সক্রিয় হওয়ার এবং বিদ্যমান ব্যাবস্থাদিসমূহ পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তাকে প্রকটভাবে সামনে নিয়ে আসছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

ধারাবাহিকভাবে এসব ঘটনা ঘটতে থাকায়[২] এবং এসব ঘটনার নৃশংসতায় আমরা উদ্বিগ্ন, ব্যাথিত ও ক্ষুব্ধ। গত ২৯ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট সাত দিনে সাতটি শিশু নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ৯৬ শিশু ধর্ষণ এবং ৫৬ শিশু হত্যার শিকার হয়েছে। আমরা আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি এসব ঘটনা সম্পর্কে প্রতিনিয়ত নিউজ এবং ফলোআপ নিউজ প্রকাশ করুন। প্রশাসনের দৃষ্টিগোচরে আনতে এবং জনগণের কাছে এসব সংবাদ পৌঁছানোর মাধ্যমে তাদের সচেতন করতে আপনাদের ভূমিকা অত্যন্ত আবশ্যক। আমরা যারা শিশু অধিকার রক্ষায় কাজ করছি তারা আপনাদের সাথে এ উদ্দেশ্যে একযোগে কাজ করতে চাই।

আমরা লক্ষ্য করছি, স্থানীয় জনগণ অধিকাংশ ঘটনায় জড়িতদের পুলিশের হাতে তুলে দিচ্ছে। তবে আমরা প্রশাসনের ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর এসব ঘটনা প্রতিহত করতে তড়িৎ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে যথাযথ ভূমিকা পালনের এবং জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবার দাবী জানাচ্ছি। আমরা

---

[১] চাইল্ড রাইটস অ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন ইন বাংলাদেশ, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সুশীল সমাজের একটি নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশে শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণে কাজ করছে। কোয়লিশনের সদস্যরা হচ্ছে- সেভ দ চিলড্রেন, একশন এইড বাংলাদেশ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, চাইল্ড রাইটস গভর্ন্যান্স এ্যাসেম্বলী (সিআরজিএ), এডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন-এডুকো, জাতীয় কন্যাশিশু এ্যাডভোকেসি ফোরাম, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, টেরে ডেস হোমস-নেদারল্যান্ডস, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ। এরা সবাই একত্রে বাংলাদেশ শিশুদের অধিকার নিয়ে এ্যাডভোকেসি করে থাকে।

[২] সাম্প্রতিক সময়ে শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত একটি তালিকা বিবৃতির শেষে সংযুক্ত করা হয়েছে।

আরো উল্লেখ করতে চাই যে, অধিকাংশ সময়ে এ ধরণের ঘটনা ঘটিয়ে পার পেয়ে যাওয়ার এবং যেসব ঘটনা বিচারের আওতায় আসে সেগুলোর দীর্ঘসূত্রিতা এমন ঘটনা প্রতিহত করতে কার্যকর প্রতিরোধক তৈরি করতে পারছে না।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

রাজন হত্যাকান্ডের বিচার দ্রুত বিচার আইনে করার জনদাবির প্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না হওয়া আমাদের হতাশ করেছে। কয়েকটি ঘটনার ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে আপোষ করার[৩] এবং বিচার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় জনমনে এ আশংকা বিরাজ করছে যে রাজন ও রাকিবের ঘটনারও একই পরিণতি হতে পারে। আমরা রাকিব হত্যার ময়না তদন্তের শুরু থেকে চার্জশিট প্রদান ও দন্ডিত না হওয়া পর্যন্ত সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপের বিস্তারিত ও নিয়মিত রিপোর্ট প্রকাশের দাবি করছি।

আমরা রাজন ও রাকিব হত্যা মামলা দ্রুত বিচার আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে সরকারের প্রাতি জোর দাবি জানাচ্ছি। মামলা দুটির বিচার সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সমন্বয়ে একজন হাইকোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হোক যে কমিটি নিয়মিত এই মামলার মনিটরিং করবে এবং মিডিয়াকে অবহিত করবে।

এর পাশাপাশি জনসচেতনতা বাড়াতে প্রত্যেক এলাকায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে জোরদার প্রচারণা চালানোর আহবান জানাচ্ছি। প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সর্বদা সতর্ক অবস্থান বজায় রাখবে বলে আমরা আশা করি।

প্রিয় সাংবাদিকগণ,

সবশেষে, আপনাদের মাধ্যমে সরকারকে আমরা আবারো স্মরণ করে দিতে চাই যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিশু অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিশু আইন ২০১৩ শিশুদের সুরক্ষা প্রদানের উপর জোর দিয়েছে। এই সকল ঘটনায় সরকারের গৃহীত উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। পাশাপাশি আমরা আশা করবো সরকার অতি দ্রুত এসব ঘটনার প্রকৃতি ও পুনরাবৃত্তিকে বিবেচনায় রেখে বিদ্যমান সুরক্ষা ব্যবস্থাসমূহকে পর্যালোচনা করে জোরদার করবে, প্রয়োজনে নতুন ব্যবস্থা নেবে এবং প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও সংশ্লিষ্টদের সে অনুযায়ী নির্দেশনা দেবে এবং নির্দেশনা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেবে। অন্যদিকে শিশুদের অধিকার রক্ষায় সাধারণ জনগণকে আরো সচেতন, সংবেদনশীল ও উদ্যোগী করে তোলাও অত্যন্ত আবশ্যক বলে আমরা মনে করছি। প্রতিটি শিশু যেন নিরাপদে তার শৈশব কাটাতে পারে সে পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রশাসন ও সর্বস্তরের জনসাধারণের সচেতন আচরণ এখন সময়ের দাবী।

[৩] বিচার মাটিচাপা দিল পুলিশ, প্রথম আলো, ২৭ জুলাই ২০১৫

সংযুক্ত: সাম্প্রতিক সময়ে শিশু নির্যাতনের চিত্র

তারিখ	সংবাদপত্র	এলাকা	নির্যাতনের ধরন	শিশুর বয়স
২৯.০৭.১৫	প্রথম আলো	নারায়নগঞ্জ	চাঁদা তুলতে না যাওয়ায় মাথা ন্যাড়া	১৩
২৯.০৭.১৫	জনকন্ঠ	ময়মনসিংহ	ভালুকায় ফের শিশু নির্যাতন ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে পা	বয়স উল্লেখ নেই
০১.০৮.১৫	জনকন্ঠ	কক্সবাজার	কক্সবাজারে খুঁটিতে বেঁধে শিশু নির্যাতন	বয়স উল্লেখ নেই
০২.০৮.১৫	জনকন্ঠ	নোয়াখালী	নির্যাতনের শিকার শিশু ও কিশোর	৫
০২.০৮.১৫	জনকন্ঠ	মাদারীপুর	নির্যাতনের শিকার শিশু ও কিশোর	১৮
০৩.০৮.১৫	ইত্তেফাক	নোয়াখালী	হাতিয়ায় চোর সাব্যস্ত করে শিশু ইকরামের উপর নির্যাতন	
০৪.০৮.১৫	প্রথম আলো	ঢাকা মেডিকেল কলেজ	বাক্সবন্দী শিশুর লাশ	৯